



বাংলাদেশের আর্থিক সম্ভাবনা কোনদিকে ?

নামঃ সানজারী জুলফিকার

আইডিঃ ১৯১২০৫০৬৪২

কোর্সঃ BEN205

সেকশনঃ ২৪

বাংলাদেশের আর্থিক সম্ভাবনা :

৩৬ হাজার বর্গমাইল এর দেশ এই বাংলাদেশ। আয়তনের ভিত্তিতে এই দেশের আয়তন পৃথিবীতে ৯০ তম। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ। এই জনসংখ্যাকে জনসংস্কৃতিতে সুশাসিত করার জন্য সম্ভাবনার দেশ হিসেবে গড়ে উঠছে বাংলাদেশ। এই প্রতিযোগিতায় যুগে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক সমৃদ্ধ। পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজোত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এদেশের অর্থনীতি এখন আর একটি মাত্র খাতের উপর নির্ভরশীলতা বাদিয়ে উঠছে এবং অনেক নতুন সম্ভাবনার সূচি হয়েছে। বর্তমানে এমনই একটি নতুন দেশের সম্ভাবনা তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে। আমি মনে করি এই আধুনিক বিজ্ঞান এর যুগে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের আর্থিক সম্ভাবনা বেশ অসীম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে আমরা মগ্ন পরিচিত। এককথায়, বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলালেই চলে। যে প্রযুক্তির ক্ষমতা রয়েছে তথ্য দ্রুত আহরণ, প্রয়োজনে সংরক্ষণ, আধুনিকীকরণ এবং সহজেই বিতরণ করা যায় তাহলে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়। তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তি ও উল্লেখ্যে তার জড়িত বলেই একে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিও

বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও যেহেতু ঐ তথ্য প্রযুক্তির
মূল্যে অতিশয় আদ্র অধুনিক মেলিহাসাঘোড়া,
বালিশটীর লেওয়াক, ইয়ারবো বয়স্ক বয়স্ক
ইত্যাদি।

আমাদের দেশ আজ নতুন যুগে অনেক অগ্রগামী।
বর্তমানে সরকারি থেকে ক্ষুদ্রকারে বেসরকারি পর্যন্ত
সুযোগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা
জানি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্হস্থ্য, বৈদেশিক
সেমিনার এবং কৃষিক্ষেত্রে এই তিনটির অর্থনৈতিক লক্ষ্যীয়
এবং এই বিজ্ঞানের যুগে উন্নয়নের চতুর্থ জিডিপি
হিসেবে অর্থাৎ দেশের ক্রেতাদের দ্বারা বিক্রয়কৃত।
আমরা আরো বলেছেন বর্তমানে বাংলাদেশে একটি
যুগে যুগে যুগে গড়ে উঠে আসছে দেখাচ্ছে এবং
আমরা সেই যুগেই হলে তথ্য প্রযুক্তি। বিজ্ঞানের
উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে এক অসমীয়া অগ্রদূত
আমরা আরো একটি ভাষে আসছে এই যুগে।
বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরিকার প্রাতিষ্ঠান তাদের পণ্য
বা সফটওয়্যার বিক্রয় করে কায়েকটা কোম্পানি-এ
উপার্জন করছে। এছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে ফ্রি-
-ল্যান্সিং এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠান দ্বারা নিম্নিত
সফটওয়্যার অংশ রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি
-ক অগ্রদূত অংশে পরিণত হবে ঐ এনে দিয়েছে।

উন্নত দেশগুলোর আকাঙ্ক্ষা তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা দূর
এতিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, প্রতিবছর প্রায় শতকরা তিন
আনুসংগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হচ্ছে এই তথ্য প্রযুক্তির
দ্বারা ঘটেছে। বর্তমান বিশাল মাপের নিচে
আর্জেন্টামিঃ অন্য কথায় ফিলিপাইনে এতিয়ে
যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ। বর্তমান যুগ অধুনিক
যুগ, এই যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যব-
হার যুগ ফলস্বরূপ। বাংলাদেশ ২০ বছর
আগে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ছিল
৩০ লাখ। যা আজ ৯ কোটিতে গিয়ে গেছে।
বাংলাদেশ ছাড়া অন্যতম দেশ এই দেশের
তথ্য প্রযুক্তি প্রায় সকলেই ইন্টারনেট দুনিয়ার
সাথে সংযুক্ত। ডিজিটাল ইকোনমির জন্য সব
প্রথম প্রয়োজনই হচ্ছে ইন্টারনেট। আর এই ইন্টারনেট
এমন ঘোঁ বড় সকলের নাগালের মধ্যে এনে
দেছে। আর এই ইন্টারনেট এর সহযোগীতায়
তথ্য ও প্রযুক্তিতে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে
অসংগতিতে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে
আমরা যার জন্য যুব বোনা উচ্চশিক্ষিত হবার
প্রয়োজন পড়ে না তা উচ্চ দেয়া যাচ্ছে
আমরা উচ্চশিক্ষিত না হলেও ক্ষুদ্রমাত্র প্রশিক্ষণ

দ্বারা নিম্নের কর্মসম্পাদন দাঁড় করিয়েছে।

বাংলাদেশের ৩০ জনগণের তরুণ এই বয়স ৩০
এই বিচ্ছিন্ন মধ্যস্থক জনসংখ্যাকে
অন্যভাবে সুশাসিত করাও তথ্য প্রযুক্তির দুমিলা
অপরিমিত। এই তথ্য প্রযুক্তিকে বাংলা লাভ্যে
আরও অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের
দেশেও অর্জিতমাত্রের সম্ভাবনা সত্যি হয়ে
দেখা দেবে। বর্তমানে ল্যানিং-আর্নিং কর্মসূচির
সফলতা আমাদের দেশের এসএসমি এবং এইচএসমি
সময় করা ছাড়া মেয়েরাও তাদের গ্রামের বাড়িতে
বসেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এতে ক্ষুদ্র
আদের যে পৌজিত হচ্ছে তা নয় বরং দেশের
অর্থনীতিতেও বিচ্ছিন্ন দুমিলা পালন করছে।

তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান বিস্তার। ক্ষুদ্র আর্থিক আর্জি মোসমি
বা ~~ক্ষুদ্র~~ স্থানীয় আর্জি করেই যে বাংলাদেশ বৈদেশিক
মুদ্রা আয় করছে তা নয়। বাংলাদেশে অনেক
~~ক্ষুদ্র~~ মরবাসি এবং বেসরকারী সফটওয়্যার ফার্ম
বায়ো যা ~~ক্ষুদ্র~~ বিভিন্ন মেমবুলক এবং প্রয়োজনীয়
সফটওয়্যার তৈরি করে বিদেশে বিক্রয় করে এবং
বড় আকারের অর্থ আয় করে থাকে। এছাড়াও

বর্তমানে অনেক প্রয়োজনীয় গোবহিল এখন তৈরি হচ্ছে
আমাদের দেশে যা ব্যবহার করা হচ্ছে দেশ এবং
দেশের বাহিরের অনেক লোকজন। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে
অন্যান্য ই-কমার্স ব্যবহার করে ঘুরে মজুতই হতে
সামগ্রী ব্যবসায় বানিজ্য পরিচালনা এবং দেশি পণ্য
বিদেশে প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে
ফেইসবুকও অনলাইন ব্যবসায় ব্যবহার হচ্ছে দেশের তরুণ
প্রজন্মের। সামাজিক ছোটোছোটো আর্থিক ফেইসবুক
ব্যবহার করে প্রায় আড়াই কোটি বাংলাদেশী।
এদের মাঝে অনেকই টিফেমবুকে নিজাদের অনলাইন
কোম্পানি তৈরি করে ঘুরে অল্প ঋণ সুবিধার্থে উদ্যোগ
হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশ এখন অল্প ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং
অথবা মফিজের এর মাঝেই মৌলিক লেই বর্তমানে
বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের ল্যাপটপ এবং
এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যা বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে
এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশীক মুদ্রা আয় করতে
সক্ষম হচ্ছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে অ্যাক্সিসিট হাতের
আয় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২০ মালের মাঝে
এ হাতের আয় ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার করার
লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং বলা হচ্ছে
২০২০ মালের মাঝে ২০ লাখ মানুষ অ্যাক্সিট

প্রযুক্তির অধিষ্ঠান তাদের কর্মসংস্থান চালাবে। বর্তমানে
বাংলাদেশে ৩০০টির মত মর্ফাওয়ার প্রতিষ্ঠান
হয়। এদের মধ্যে ২০০টি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০টি
দেশে তাদের মেঝে এবং মর্ফাওয়ার রপ্তানি করে
থাকে। এবং এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।
২০২২ সাল নাগাদ ডিভিডিও এ ফাউন্ডেশন
৫ লাখের নিম্নে বসে। বর্তমানে ২৮টি
প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে।

আগামী দশক জুড়ে অনলাইনে ফিল্মিংয়ের কর্মীদের চাহিদা
হবে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে
আমাদের দেশের তরুণ সমাজ ~~এ~~ উদ্যোগ হিসেবে
নিজেকে গড়ে তুলেছে। এসবল উদ্যোগ নতুন
উদ্যোগ গড়ে তুলে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলছে।
বর্তমানে অনেক উদ্যোগেরা বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠান
ফলে দেশের হাজার হাজার তরুণ তরুণীদের কোম্পানি
কোম্পানির, গ্রাহকের ডিভিডিও, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
এবং ফিল্মিংয়ের কাজে জড়িয়ে ফলে দেশে
আমরা বেশী প্রসিদ্ধি ~~কর~~ কর্মী বাত্মনী তৈরি
হচ্ছে এবং অধিক মেঝে পণ্য বিক্রিতে বিদেশে
রপ্তানি করার স্বপ্ন দেখছে এই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে
বেকারত্ব। এই বেকারত্ব ঘুচাতে তথ্য প্রযুক্তির বিকল্প নেই।
অসুবিধা বাংলাদেশ নয় আধুনিকতার এ যুগে বিশ্বের
প্রতিটি দেশেই বর্তমানে দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান জন
-শক্তির প্রয়োজন। আর এই বী্যাবাহিকতায় আমাদের
দেশের আমাদের দেশের তথ্য প্রকল্প বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি
শিক্ষায় দক্ষ করে অসুবিধা দেশের প্রয়োজন নয়, উন্নত
দেশগুলোতেও বিভিন্ন দক্ষতা এবং জ্ঞান রপ্তানি
কারে বৈদেশিক মুদ্রা উত্তর করতে পারবে এবং এর
সাথে দেশের ~~স্ব~~ বেকারত্ব সমস্যা কে দূরীকরণ করতে
পারবে

বর্তমানে যুগ প্রতিযোগিতায় যুগ। এই যুগে পুরুষের সাথে
পাল্লা দিয়ে নারীরাও সমান জাতি। বর্তমানে নারীরা
যে বার্ষিক যুব অল্প পুঁজি নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে
সক্ষম হচ্ছে। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
বা ই-ক্যাব এর তথ্যমতে এখন আমাদের দেশে
প্রায় ২০-২৫ হাজার ফ্রেশবুক পেজ রয়েছে যেগুলোতে
কোন কোটা লেবেল প্রতিনিয়ত এর মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার
পেজ চলেছে নারীরা। ই-ক্যাবের মতে, গত এক বছরে
এই মাতে লেনদেন হয়েছে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
বর্তমানে ইন্টারনেট এর প্রসাৰতায় নারীরা অসুবিধে ই-কমার্স

বা অনলাইন কোর্স কোর্স নিয়ে পাঠ নেই, ~~কম্পিউটার~~ নারীরা ও
ফিল্যান্ডিং, মর্নিংয়ের ডেলপোর্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন
এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করাছ এবং দেশের
অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাছ।

দেশের ওখ ও প্রযুক্তি হাত নিয়ে বাংলাদেশ সরকার
কেন্দ্র আঞ্চলিকী ভিত্তি বজান সরকার প্রচুর পরিমাণ
অর্থ বিনিয়োগ করাছ এই হাত। বাংলাদেশ সরকারের
পরিচালনায় অনুযায়ী ২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশের
প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ফাইবার পৌঁছ দেবে
এতে দেশের গ্রামের জীবন ব্যকশ্যাতেও তুলে পরিবর্তন
আমবে এবং গ্রামের লোকদের কর্মসূচী মতোভাবে
গ্রাম পাবে। ওখ প্রযুক্তি হাত এবং দেশে উৎপাদিত
প্রযুক্তি পণ্য বিক্রি বিক্রিতে রপ্তানি বাণিজ্য তৈরী
কোমার হাতেরেও হাতিয়ে যাবে বলে আশা করাছ
বিক্রেয়করা

ইদারলি এর মনোভাবেরে নিশ্চিত করার জন্য ইদারলি
প্যাবলডের সুল্য গ্রাম এবং এর গাতি বৃদ্ধি করতে ২০২০
থিয়ে বাংলাদেশ সরকার যাব ফলে দেশে প্রায়
২০ কোটি ইদারলি ব্যবহারকারী রয়েছে। এছাড়াও
এই হাত বিক্রি মর্নি-আপ স্ক্রিপ্ট প্রতিষ্ঠান গুলোকে

আর্থিক সহযোগীতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ২০২২ সাল ন্যাাদ দেশের উন্নয়নশীল রূপান্তর এর পরিচালন দ্বিগুণ বজায় রাখা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ হার্ব বণিকের এছাড়াও দেশের ২৬ টি আর্থিক পক্ষ দ্বারা প্রতিবছর হাজার হাজার নারী পুরুষদের বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন, ক্রীল প্রশিক্ষণ এবং ফিল্যানথ্রপি সহ নানা বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মীবল তৈরী করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল রূপান্তর বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি বিনিয়োগ করছে। ওয়ালটন, ম্যাকগ্র্যাং এবং ফুজি ফুজিওয়াওয়ার মত বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে উৎপাদিত করা হচ্ছে তাদের ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত তৈরী করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মাতে, আগামী কয়েক বছরে এ খাতের উন্নয়ন হবে মাত্র বিশেষ চোখে পড়ার মত। আর এই উন্নয়ন লক্ষ্য করে বিশেষ আরো বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার চিন্তা করা হচ্ছে যার ফলে দেশে নতুন কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হবে

বাংলাদেশে উন্নয়নশীল দেশ। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে
অপার সম্ভাবনা রয়েছে এ দেশের। কিন্তু বর্তমানে
বাংলাদেশে যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার সাথে
কিছির বাকী বিশ্বের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমতই
বাংলাদেশে বর্তমান প্রচুর বহুমুখীয় অর্থনীতি রয়েছে
কিন্তু দক্ষ জনবল এর অভাব যেই সবল বহুমুখীয়
গোদের লক্ষ্যমাত্রা লাগে বর্তমানে পারছে না এর ফলে
জুড়ি জমা হয় শুধু তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশেরও
অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। পাকিস্তানি বাংলাদেশের
প্রত্যেক গ্রাম অঞ্চলে এখানে ইঁদুরারো এর সবল
সুযোগ সুবিধা পৌঁছাতে পারেনি ফলে প্রচুর
অস্বাস্থ্য দক্ষ জনবল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না।
বাংলাদেশ সরকারের উচিত যুগ জীয়াই দেশের প্রতিটি
অঞ্চলে ইঁদুরারো থেকে প্রদান করা দেশের জনগণকে
উৎসাহিত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাথে দেশের
সমসুত্রের মানুষের সাথে পরিচয় বাধিয়ে দেয়া।
পাকিস্তানি দেশের বেকার তরুণ তরুণীদের জন্য সরকারি
পদক্ষেপে বৈশ্বিক বাক্সিং ট্রেনিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং এবং
ফিল্মমেকিং শিক্ষা দেয়া এর ফলে দেশের সমসুত্রের
জনগণ গোদের বেশী কাজে লাগিয়ে দেশের

অর্থনীতিতে ত্রিটি বহু আমতে সম্মত হয়।

হু
মহোপরি আমাদের দেশের এই বিজ্ঞান জনসংখ্যাকে বাড়া
লাগাতো হবে। সুবিপুল ঘনত্বের এবং স্ব সম্ভাবনার এদেশের
অর্থনৈতিক মন্দা ফলটিয়ে উঠার জন্য একমাত্র বাধ্যবাধী
উপায় হলো তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল। তথ্যপ্রযুক্তি
এ ক্ষেত্রে কাল তিরিচাল যুগে প্রবলতার এটিই উৎকৃষ্ট
সময়। এজন্য আমাদের প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর
দক্ষ জনবল তৈরী করা, যারা এই দেশকে একটি আধুনিক
অর্থনৈতিক ত্রিটি উপহার দেবে। আর এর জন্য সরকারী
এবং বেসরকারি ত্রিটি পর্যায়ে পরিবর্তন আনা দরকার।
তাঁহি ফোডর তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নেতৃত্ব এবং সমন্বয়পক্ষ
তথ্যপ্রযুক্তির পলিমি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ভাল
তথ্যপ্রযুক্তি যাত্রে বাংলাদেশের যে অপার আর্থিক
সম্ভাবনা রয়েছে তা বাস্তবে পরিণত হবে।